প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে মেধার যথার্থ মূল্যায়ন হচ্ছে না

২০০১ সাল থেকে এসএসসিতে চালু হয়েছে গ্রেডিং পদ্ধতি। ইতিমধ্যে এ পদ্ধতিতে দুটি ফল প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অনেক শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রী আজও গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন। বর্তমানের গ্রেডিং পদ্ধতিতে A+ ও A গ্রেডের প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকায় মেধার যথার্থ মূল্যায়ন হচ্ছে না। একজন ছাত্র প্রতি বিষয়ে ৬০ নম্বর পেল এবং অন্য একজন ছাত্র প্রতি বিষয়ে ৭৫ নম্বর পেল। এই দুই ছাত্র কখনও একমানের ছাত্র হতে পারে না। কিন্তু বর্তমানের গ্রেডিং পদ্ধতিতে ওই দু'জন ছাত্রকে একই মানের বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রথম থেকেই A+ ও A গ্রেডের মাঝখানে অন্য একটি গ্রেড চালু করার জন্য অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কয়েকদিন আগে যুগান্তরে দেখলাম 'গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসছে' শিরোনামে সংবাদ ছাপা হয়েছে। তাতে লেখা আছে, প্রথম প্রস্তাব অনুসারে, A+ এর জন্য ৮০-১০০ নম্বর, A গ্রেডের জন্য ৭০-৭৯ নম্বর, B+ এর জন্য ৬০-৬৯ নম্বর করে বাকি গ্রেডগুলো ঠিক রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসারে, A+ এর জন্য ৯১-১০০ নম্বর, A গ্রেডের জন্য ৮১-৯০ নম্বর B+ এর জন্য ৭১-৮০ নম্বর, B গ্রেডের জন্য ৬১-৭০ নম্বর, C গ্রেডের জন্য ৫১-৬০ নম্বর, D গ্রেডের ৪১-৫০ নম্বর, E গ্রেডের জন্য ৩৩-৪০ নম্বর এবং ০-৩২ পর্যন্ত প্রাপ্ত গ্রেড F। আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করছি। কেননা কোন ছাত্রের পক্ষে বাংলা, ইতিহাসসহ অন্যান্য যেসব রচনামূলক বিষয় আছে তাতে ৯১ কিংবা তদূর্ধ্ব নম্বর পাওয়া সম্ভব নয়। এসএসিতে অবজেকটিভ-এর কল্যাণে সম্ভব হলেও এইচএসসিতে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এইচএসসিতে ওই বিষয়গুলোতে ৭৫ কিংবা তদূর্ধ্ব নম্বর পাওয়া কঠিন ব্যাপার। তাই প্রথম প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে তা বাস্তবায়ন করা এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবটি নাকচ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আবেদন জানাচ্ছি। আমরা যারা ২০০১ ও ২০০২ সালে এসএসসি পাস করেছি তারা এইচএসসিতে বর্তমানের গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল পাব, না কি পরিবর্তিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল পাব? যদি পরিবর্তিত গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল পাই তাহলে আমাদের এসএসসি ও এইচএসসি'র মার্কশিট দুটো দু'ধারার ফল নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে। এটা কি আমাদের জন্য অস্বস্তিকর ব্যাপার নয়? আরও একটি বিষয় হল, যারা ২০০১ সালে এসএসসি পাস করেছি তারা এইচএসসিতে N.C.T.B-র দেয়া সম্পূর্ণ নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ইংরেজি পড়ছিলাম, তাতে ১ম পত্রে ১০০ নম্বরের Seen comprehension ও ২য় পত্রে ১০০ নম্বরের Unseen comprehension ছিল। কিন্তু এ বছরের মে-জুনের দিকে ১ম পত্রে আবার সিলেবাস পাল্টানো হয় এবং তাতে Unseen comprehension যোগ করা হয়। ১ম বর্ষের শেষের দিকে সিলেবাস পাল্টানোর ফলে লেখাপড়ার অগ্রগতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়। এইচএসসিতে যেহেতু পুরো দুই বছর সময় পাওয়া যায় না তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, এভাবে ছাত্র হয়রানি বন্ধ করুন।

ইয়াসির আরাফাত সাগর
ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, শহীদবাগ, ঢাকা

গ্রেডিং পদ্ধতির পরিবর্তন চাই

গত ২০ সেপ্টেম্বর দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছে, মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। মেধাবী শিক্ষার্থীরা গ্রেড নির্ধারণে নম্বরের বিশাল ব্যবধানের ফলে মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন এবং এ কারণেই এ পরিবর্তন আনা হচ্ছে। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে গ্রেড নির্ধারণে নম্বরের ব্যবধান কমালে লাভবান হবে শুধু বিজ্ঞান শাখার কিছুসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থী। পক্ষান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার লাখ লাখ শিক্ষার্থী। কেননা ওই দুটি শাখার বিশেষ করে মানবিক শাখার ছাত্রছাত্রীরা নৈর্ব্যক্তিক বিষয়গুলোতে সঠিক উত্তর দিয়েও কখনোই পূর্ণ নম্বর পায় না। তাই গ্রেড নির্ধারণে নম্বরের ব্যবধান কমালে তাদের পক্ষে জিপিএ ৫ অথবা জিপিএ ৪ অর্থাৎ ভাল ফলাফল অর্জন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফলে তারা লেখাপড়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। এর ফলে দেশ বঞ্চিত হবে ভাল শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, ভূগোলবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ থেকে। তাই শিক্ষা বোর্ডের কাছে আবেদন জানাচ্ছি কিছুসংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর স্বার্থের কথা ভেবে বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতি বহাল রাখার। এতে সব শাখার শিক্ষার্থীর পক্ষেই ভাল ফল করার সুযোগ থাকবে। আর বোর্ড যদি একান্তই পরিবর্তন চায়, তাহলে অন্য সব গ্রেড ঠিক রেখে শুধু 'এ' গ্রেডের ক্ষেত্রে নম্বরের ব্যবধান কমানো যেতে পারে। যুগান্তরে প্রকাশিত প্রথম প্রস্তাব অনুযায়ী, ৭০-৭৯ নম্বরের জন্য 'এ' গ্রেড, গ্রেড পয়েন্ট ৪ এবং ৬০-৬৯ নম্বরের জন্য বি+ গ্রেড এবং গ্রেড পয়েন্ট ৩.৫০ করা যেতে পারে। এতে করে মানবিক শাখার শিক্ষার্থীসহ সব শিক্ষার্থীর পক্ষে জিপিএ ৫ অথবা জিপিএ ৪ অর্জন করার সুযোগ কিছুটা হলেও থাকবে।

সৈয়দ আহমদ, কাজীরগাঁও, মৌলভীবাজার

যুগান্তর
তারিখ ... ৪ অক্টো 2002
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬